ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 70 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২২৬ ● কলকাতা ● ০৩ ভাদ্র, ১৪৩২ ● বুধবার ● ২০ আগস্ট ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 33

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

২৫ গুণ বেশী আনন্দ মিলতে হলে তা কেবল রুটি থেকে সম্ভব নয়। ঐ রুটির সঙ্গে আলাদা আলাদা মাধ্যমও যেন মিলে যায়। আর ঐ আলাদা আলাদা লোকরূপী মাধ্যমকে আপনি রুটি বিতরণ করেন। তাহলে অন্যদের বিতরণ করে, অন্যদের খাইয়ে, অন্যদের পেট ভরিয়েই আমাদের বেশী আনন্দ প্রাপ্ত হতে পারে। রুটি নির্জীব, মানুষের ক্ষুধা সজীব। যে পর্যন্ত না আপনার ক্ষুধার্ত লোক মিলবে, সে পর্যন্ত ঐ নির্জীব রুটিগুলি আপনাকে আনন্দ দিতে পারবে না।

ক্রমশঃ

বনগাঁর পঞ্চায়েত কর্মী বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী

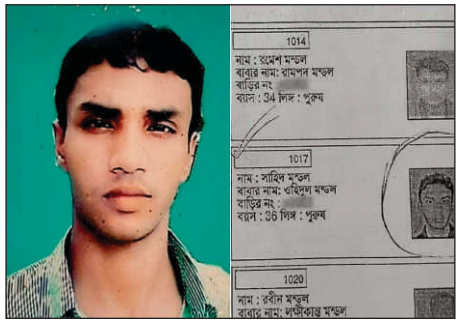

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাংলাদেশের অনুপ্রবেশকারী এদেশের পঞ্চায়েত কর্মী। তিনি আবার শ্বশুরকে বাবা বানিয়ে ভোটার কার্ডও তৈরি করে ফেলেছেন। বাংলায় SIR আবহেই ভয়ঙ্কর অভিযোগ। ঘটনাটি বনগাঁর পাটশিমুলিয়াতে। যদিও অভিযুক্ত সাহিদের দাবি, "আমি ভারতীয়, অবিবাহিত। আমার আধার কার্ড, প্যান কার্ড, ভোটার কার্ড সবই এখানে রয়েছে। এখানকারই বাসিন্দা। আমার এখানকারও কোভিড কার্ড রয়েছে, সেটা আমি অনলাইন থেকে বার করেও দিতে পারি।" শ্বশুরকে বাবা বানানোর বিষয়ে তিনি বলেন, "মিথ্যা অভিযোগ। আমি অবিবাহিত।"

পঞ্চায়েত প্রধান কামরুন নাহার মণ্ডল বলেন, "সাহিদের বৈধ কাগজপত্র রয়েছে। এখানে কাজও করে। বিজেপি যে অভিযোগ এনেছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তবুও আমরা খোঁজ নিয়ে দেখব।"জানা যাচ্ছে, পাটশিমুলিয়া ২৪৯ নম্বর বুথে ভোটার তালিকায় সাহিদ মণ্ডলের বাবার নাম ওহিদুল মণ্ডল।আবার এদিকে, সাহিদের স্ত্রী সাবানা মণ্ডলের বাবার নামও ওহিদুল মণ্ডল।

এরপর ৬ পাতায়

এ বছর ‘হাজরা পার্ক দুর্গোৎসব’-এর থিম ‘দৃষ্টিকোণ’

বেবী চক্রবর্ত্তী

কলকাতার অন্যতম একটি পুজো হলো এই বছর, ‘হাজরা পার্ক দুর্গোৎসব’। শহর ও গ্রামের দূর দুরন্তের বহু মানুষ প্রতি বছর ওই পুজো দেখতে যান। এ বছর তাদের পুজোর ৮৩ তম বর্ষ। সদস্যদের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা। ১৯৪২ সালে কলকাতা কর্পোরেশনের তৎকালীন মেয়র সুভাষ চন্দ্র বসুর দৃষ্টিভঙ্গির অধীনে প্রতিষ্ঠিত, এই পুজোটি মূলধারার উদযাপন থেকে দীর্ঘদিন ধরে বাদ পড়া প্রান্তিকদের আলিঙ্গন করার জন্য কল্পনা করা হয়েছিল। পদ্মপুকুরে এর প্রথম সূচনা থেকে হাজরা পার্কে স্থায়ী আবাসস্থল খুঁজে পাওয়া পর্যন্ত, পুজোটি তার প্রতিষ্ঠাতাদের আদর্শের প্রতি সত্য থাকার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপকভাবে কলেবরেও বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৬ সাল থেকে এটি গর্বের সঙ্গে ‘হাজরা পার্ক দুর্গোৎসব’ নামে পরিচিত। এই বছর, ‘হাজরা পার্ক দুর্গোৎসব’-এর থিম ‘দৃষ্টিকোণ’। খুবই বর্ণাঢ্যভাবে হয়ে গেলো খুঁটি পুজো ও পুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। উপস্থিত ছিলেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, হাজরা পার্ক দুর্গোৎসব কমিটির যুগ্ম-সচিব সায়ন দেব চট্টোপাধ্যায়, শিল্পী বিমান সাহা এবং আরও অনেকে। বিমান সাহা বলেন, এই থিমটি রং-কে কেবল দৃশ্যমান আনন্দ হিসেবেই নয় বরং আত্ম-প্রকাশের একটি গভীর ভাষা হিসেবেও অন্বেষণ করে। একজন শিল্পীর জন্য, প্রতিটি রং অন্তরের এক টুকরো প্রকাশ করে–তাদের চিন্তাভাবনা, আবেগ এবং দর্শন। যখন এই ছায়াগুলি দেবী দুর্গার রূপের উপর প্রবাহিত হয়, তখন তারা একটি নীরব কবিতা তৈরি করে – শব্দহীন গল্প, যা স্রষ্টার হৃদয় থেকে জন্মগ্রহণ করে।

ভোট প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে একাধিক দাওয়াই কমিশনের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভোটার তালিকা নিয়ে প্রশ্ন, ইভিএম নিয়ে প্রশ্ন, ভিভিপ্যাট গণনা নিয়ে প্রশ্ন, অকস্মাৎ ভোটের হার বেড়ে যাওয়া নিয়ে প্রশ্ন। গত এক দেড় বছরে কার্যত দেশের সার্বিক নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়েই একের পর এক প্রশ্নবাণে বিদ্ধ হয়েছে নির্বাচন কমিশন। রীতিমতো প্রশ্নের মুখে কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা। দিন কয়েক আগে ভোটার তালিকা তুলে ধরে ভুয়ো ভোটার সংক্রান্ত একগুচ্ছ অভিযোগ করেন রাহুল। লোকসভার বিরোধী দলনেতা দাবি করেন, মোট ছ'রকম ভাবে ভোটচুরি হচ্ছে। এমনকী ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনেও বিজেপি নির্বাচন কমিশনের সাহায্যে বহু

এরপর ৩ পাতায়

ফালাকাটা ধুপগুড়ি মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে উদ্ধার ব্রাউন সুগার,গ্রেপ্তার ১

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

ফালাকাটা থানার পুলিশ নেশা পাচার রুখতে বার বার কড়া পদক্ষেপ নিয়ে চলছে।বিভিন্ন সময় নেশামুক্ত পরিবেশ গঠন করতে সচেতনতা মুলক প্রচার চালিয়ে আসছে জেলা প্রশাসন।পূর্বে একাধিকবার ফালাকাটা শহরে অভিযান চালিয়ে নেশার সামগ্রী সহ বেশ কয়েকজন কেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।সোমবার রাতে নেশার সামগ্রী পাচারের ঘটনায় এক যুবকের যোগসূত্র পায় পুলিশ।তবে নেশা জাতীয় পণ্য পাচারে ওই যুবকের যোগসূত্র পেয়ে রীতিমতো স্তম্ভিত পুলিশ প্রশাসন।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ফালাকাটা থানার এসআই শুভজিৎ রায় এবং এএসআই তাপস রায়ের নেতৃত্বে অভিযান চলে ফালাকাটা ধুপগুড়ি মোড় এলাকায়।

ওই এলাকা থেকে ইমরান আলীর (৩১)কাছ থেকে ৯৪গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়।ব্রাউন সুগার সহ ওই যুবককে গ্রেফতার করে ফালাকাটা থানার পুলিশ।অভিযুক্ত যুবক ওই ব্রাউন সুগার ধুপগুড়ি মোড়ের আশেপাশে হাত বদল করতে এসে পুলিশের জালে পাকড়াও হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে এই কারবারের সাথে আর কে বা কারা যুক্ত রয়েছে ধৃত যুবকের কাজ থেকে জানার চেষ্টা করা হচ্ছে।

পুলিশ ইতিমধ্যে এনডিপিএস আইন অনুযায়ী কেস চালু করেছে।

সুপ্রিম কোর্ট রিভিউ পিটিশন খারিজের পর বল নবান্নের কোর্টে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগে ২৬ হাজার শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীর নিয়োগ বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার সহ সমস্ত রিভিউ পিটিশনও খারিজ করে দিল সর্বোচ্চ আদালত। যার অর্থ এখন গোটা বিষয়টাই ফের আছড়ে পড়ল নবান্ন ও বিকাশ ভবনের দোরগোরায়।২০১৬ সালের এসএসসি প্যানেলের চাকরিহারাদের মধ্যে যাঁদের বয়সসীমা পেরিয়ে গিয়েছে, তাঁদের জন্যও বয়সে ছাড় দেওয়া হবে বলে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুসারে, বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ব্যাপারেও মামলা গড়িয়েছিল শীর্ষ আদালতে। এখন দেখার, এ ব্যাপারেও আদালত আগামিদিনে কোনও পদক্ষেপ করে কিনা।

গত ৩ এপ্রিল এ ব্যাপারে রায় ঘোষণা করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। তার পর ৭ এপ্রিল সোমবার চাকরি হারাদের বরাভয় দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (SSC - Mamata Banerjee) বলেছিলেন, তিনি বেঁচে থাকতে কোনও যোগ্য প্রার্থীর চাকরি যাবে না। মমতা বলেছিলেন, 'পরিষ্কার করে বলছি কোনও রাখঢাক নেই, যাঁরা যোগ্য তাঁদের চাকরি নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের। কোনও রাখঢাক নেই। সুপ্রিম কোর্টের নিয়ম মেনেই করব'। কীভাবে তা করবেন তা অবশ্য সেদিন স্পষ্ট করেননি মুখ্যমন্ত্রী। শুধু এটুকু বলেছিলেন, 'পথ হারিয়ে গেলে নতুন পথ খুঁজে পাওয়া যায়। পথে চলতে গেলে ভাঙা রাস্তা আসতেই পারে। সেই রাস্তা পেরিয়েই এগিয়ে যেতে হয়। আমাদের প্ল্যান এ রেডি, বি রেডি, সি রেডি, ডি রেডি, ই রেডি'।

এদিকে চাকরিহারা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের জন্য ভাতার কথাও ঘোষণা করেছে রাজ্য। তা নিয়েও আদালতে দায়ের হয়েছে মামলা। অন্যদিকে এদিন সুপ্রিমকোর্ট এক যোগে সব রিভিউ পিটিশন বাতিল করে দেওয়ায় নতুন পরীক্ষার ওপরই চাকরিহারা ও চাকরিপ্রার্থীদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে বলে মনে করা হচ্ছে।

গত ৩০ মে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির জন্য শিক্ষক নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন (SSC)। বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে পরীক্ষা, প্যানেল প্রকাশ ও কাউন্সেলিং—সব কিছু বিস্তারিতভাবে জানানো হয়েছিল। চলতি বছরের ১৬ জুন থেকে ১৪ জুলাই পর্যন্ত আবেদন সংক্রান্ত তথ্য জমা নেওয়া হয়েছিল। বিজ্ঞপ্তিতে এও জানানো হয়েছিল, লিখিত পরীক্ষা সম্ভাব্য তারিখ সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ। সেক্ষেত্রে আদালতের এই নির্দেশের পর ওই পরীক্ষা কবে হবে তা নিয়েও সব মহলে কৌতূহল। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী অক্টোবরের চতুর্থ সপ্তাহে ফল প্রকাশ করতে হবে।

সেই সূত্রে ইন্টারভিউ সম্ভাব্য সময়কাল: নভেম্বরের প্রথম থেকে তৃতীয় সপ্তাহ এবং ফাইনাল প্যানেল প্রকাশ হতে পারে চলতি বছরের ২৪ নভেম্বর।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসের ট্রেনি অফিসারদের

নয়াদিল্লি, ১৯ অগাস্ট, ২০২৫

আজ রাষ্ট্রপতি ভবনে ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস (২০২৪ ব্যাচ)-এর ট্রেনি অফিসারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু।

ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি আধিকারিকদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, তাঁদের কর্মজীবনের যাত্রাপথে শান্তি, বহুত্ববাদ, অহিংসা এবং মত বিনিময়ের মতো মূল্যবোধকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত। তিনি বলেন, গোটা বিশ্বের ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি দ্রুত বদলাচ্ছে, ডিজিটাল বিপ্লব, জলবায়ু পরিবর্তন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটছে।

শ্রীমতী মুর্মু বলেন, বিশ্বের প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জগুলির সমাধানের ক্ষেত্রে ভারত এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। ভারত শুধুমাত্র বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশই নয়, সেইসঙ্গে এর আর্থিক শক্তিরও উত্থান ঘটছে।

তিনি বলেন, কূটনীতিক, আইএফএস আধিকারিকরা হলেন ভারতের প্রথম মুখ, যাঁদের বক্তব্য, কর্মকাণ্ড এবং মূল্যবোধের মধ্য দিয়ে গোটা বিশ্ব ভারতকে দেখে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারতের লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমাদের কূটনৈতিক প্রয়াস চালানো উচিত। ভারত আত্মার দূত হিসেবে কাজ করার জন্য তিনি আইএফএস আধিকারিকদের কাছে আবেদন জানান।

(২ পাতার পর)

ভোট প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে একাধিক দাওয়াই কমিশনের

আসনে ভোটচুরি করে জিতেছে বলে দাবি করেন কংগ্রেস নেতা। যদিও নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে, কমিশনের চোখে সব দল সমান। ভোটাররাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কমিশনের স্বচ্ছতাও প্রশ্নাতীত।যার ফলে একপ্রকার বাধ্য হয়েই এবার ভোটপ্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ করার কাজ শুরু করল নির্বাচন কমিশন।

নির্বাচন কমিশনের তরফে বিবৃতি দিয়ে দাবি করা হয়েছে গত ছ'মাস ধরে দেশজুড়ে সব রাজনৈতিক দল-সহ অংশীদারদের সঙ্গে নিয়ে ভোটপ্রক্রিয়ার সব স্তরে স্বচ্ছতা আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকায় শুদ্ধিকরণ, ভোটপ্রক্রিয়ায় সরলীকরণ, এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে গোটা প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কমিশন জানিয়েছে, গোটা ভোটপ্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ করার লক্ষ্যে মোট ২৮টি পদক্ষেপ করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে ৪ হাজার ৭১৯টি বৈঠক করা হয়েছে। এর মধ্যে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকরাই ৪০টি বৈঠক করেছেন। রাজ্য, জেলাস্তরেও রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে রাজ্য ও জাতীয় স্তরের রাজনৈতিক দলগুলির একেবারে শীর্ষস্তরে নেতানেত্রীদের সঙ্গে বৈঠকও।

কমিশন যে ২৮টি পদক্ষেপ করছে তার মধ্যে রয়েছে, অস্বীকৃত এবং নিষ্ক্রিয় রাজনৈতিক দলের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা, বিএলও-দের সচিত্র পরিচয়পত্র প্রদান, ইভিএমের মাইক্রোকন্ট্রোলার নিয়মিত পরীক্ষা, অন্যান্য দেশের নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে আলোচনা, একটি অ্যাপে ভোট সংক্রান্ত সব সমস্যার সমাধান, ১০০ শতাংশ ওয়েবকাস্টিং, প্রতি মুহূর্তে ভোটের হারের আপডেট দেওয়া। এর মধ্যে অনেকগুলি ইতিমধ্যেই কার্যকর হয়েছে। আরও কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে কথা চলছে।

সম্পাদকীয়

মহাকাশচারী শুভাংশু শুক্লার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর আলাপচারিতা

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী গতকাল নতুন দিল্লিতে মহাকাশচারী শুভাংশু শুক্লার সঙ্গে মতবিনিময় করেন। মহাকাশ যাত্রার অনন্যতার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই যাত্রা যিনি করেন, তার মধ্যে নানাবিধ রূপান্তর ও পরিবর্তন আসে, এ সম্পর্কে তিনি জানতে আগ্রহী। এর উত্তরে শুভাংশু বলেন, মহাকাশের পরিবেশ সম্পূর্ণ আলাদা। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি না থাকাটা খুব বড় ফারাক গড়ে দেয়।

প্রধানমন্ত্রী জানতে চান, যাত্রার পুরো সময়টায় মহাকাশযানের ভিতরে কি একইভাবে বসে থাকতে হয়, নাকি মহাকাশ যাত্রীরা তাঁদের বসার জায়গা পরিবর্তন করতে পারেন? উত্তরে শুভাংশু জানান, ২৩-২৪ ঘণ্টা একইভাবে থাকতে হয়। মহাকাশে পৌঁছে যাওয়ার পর যাত্রীরা তাঁদের সিট বেল্ট খুলে ক্যাপসুলের ভিতরে ঘোরাফেরা করতে পারেন।

মহাকাশযানের ভিতরে যথেষ্ট পরিসর থাকে কি না- প্রধানমন্ত্রীর এই প্রশ্নের জবাবে শুভাংশু বলেন, খুব একটা বড় না হলেও কিছুটা জায়গা থাকে। ফাইটার জেটের ককপিটের থেকে মহাকাশযান স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ কি না, প্রধানমন্ত্রী তা জানতে চাইলে শুভাংশু বলেন, এটি ককপিটের থেকে অনেক ভালো।

মহাকাশে পৌঁছনোর পর শারীরিক পরিবর্তনের প্রসঙ্গে শুভাংশু বলেন, হৃদযন্ত্রের গতি অনেকটা কমে যায়, পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য শরীরকে অনেক সমঝোতা করতে হয়। তবে ৪-৫ দিনের মধ্যেই মহাকাশের পরিবেশের সঙ্গে শরীর নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। পৃথিবীত ফিরে আসার পর একই সমস্যা দেখা দেয়। শরীরকে আবারও নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। যার শারীরিক সক্ষমতা যেমনই থাকুক না কেন, হেঁটে-চলে বেড়ানো খুব কঠিন হয়। শুভাংশু নিজের অভিজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, তিনি শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ থাকলেও পৃথিবীতে আসার পর হাঁটতে পারেন নি, এজন্য তাঁকে অপরের সাহায্য নিতে হয়েছে। এক্ষেত্রে মস্তিষ্ককেও নতুন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, মহাকাশ যাত্রার জন্য শুধু শারীরিক প্রশিক্ষণ নেওয়াই যথেষ্ট নয়, এজন্য মানসিক প্রস্তুতিও নিতে হয়। শুভাংশু প্রধানমন্ত্রীকে সমর্থন করে বলেন, শরীর ও মাংসপেশী সবল থাকলেও মস্তিষ্ককে নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে বেশ কিছুটা সময় লাগে।

কোনও মহাকাশ মিশনে সবথেকে বেশি কতটা সময় মহাকাশচারীরা মহাশূন্যে কাটিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর এই প্রশ্নের উত্তরে শুভাংশু বলেন, বর্তমানে মহাকাশচারীরা টানা ৮ মাস পর্যন্ত মহাকাশে থাকেন। তাঁর সঙ্গী মহাকাশচারীদের কেউ কেউ ডিসেম্বরে পৃথিবীতে ফিরবেন।

শ্রী মোদী মহাকাশ কেন্দ্রে মুগ ও মেথি ফলানো নিয়ে শুভাংশু যে পরীক্ষা চালিয়েছিলেন, সেই বিষয়ে প্রশ্ন করেন। শুভাংশু বলেন, মহাকাশে খাদ্য বহন করা এক বড় চ্যালেঞ্জ। মহাকাশযানে জায়গা কম, খাবার বয়ে নিয়ে যাওয়ার খরচও অনেক বেশি। সেজন্য সব থেকে কম জায়গায় কীভাবে সব থেকে বেশি ক্যালরি ও পুষ্টিগুণসম্পন্ন খাবার নিয়ে যাওয়া যায়, তার ওপর জোর দেওয়া হয়। তাঁর পরীক্ষায় দেখা গেছে একটা ছোট্ট থালায় সামান্য একটু জল দিলে ৮ দিনের মধ্যেই অঙ্কুর ফুটে ওঠে। ভারতের অনন্য কৃষি উদ্ভবন আগামীদিনে মহাকাশচারীদের খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় বিশেষ অবদান রাখবে। এর থেকে পৃথিবীর প্রান্তিক মানুষজনও উপকৃত হবেন বলে শুভাংশু দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

অন্যান্য দেশের মহাকাশচারীরা ভারতীয় মহাকাশচারীর প্রতি কেমন ব্যবহার করেছেন, প্রধানমন্ত্রীর এই প্রশ্নের উত্তরে শুভাংশু বলেন, তিনি যেখানেই গেছেন, সেখানেই মানুষজন উদগ্রীব হয়ে তাঁর সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। তাঁরা ভারতের মহাকাশ অভিযান সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। বিশেষত গগনযান মিশন নিয়ে বহু মানুষ আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। বহু মহাকাশচারী ভারতীয় মহাকাশযানে চড়ে অন্তরীক্ষে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বলে শুভাংশু জানান।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(চব্বিশতম পর্ব)

পদ্ধতিতে ফিরে আসবে। বেহুলা সবার বাঁধা অগ্রাহ্য করে তার মৃত স্বামীর সাথে ভেলায় চড়ে বসে। তারা ছয় মাস ধরে যাত্রা করে এবং গ্রামের পর গ্রাম পাড়ি দিতে থাকে। এই অবস্থায় মৃতদেহ পঁচে যেতে শুরু করে এবং গ্রামবাসীরা তাকে মানসিক ভারসাম্যহীন মনে করতে থাকে। বেহুলা মনসার কাছে প্রার্থনা অব্যাহত রাখে। তবে মনসা ভেলাটিকেই কেবল ভাসিয়ে রাখতে সাহায্য করে।ভাসতে ভাসতে ভেলা এসে পৌছালো এক ঘাটে, যেখানে প্রতিদিন স্বর্গের

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

ক্ষুধার্ত মানুষ মেলা দরকার। তবেই ক্ষুধার জন্য ঐ সব লোক আপনার দেওয়া রুটি খাবে আর আপনার আনন্দ মিলবে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ঐ দিন আমিও ঠিক করলাম, "যদি কখনও পরমাত্মার থেকে জ্ঞানরূপী রুটি আমার বেশী মাত্রায় মেলে, তবে আমিও আমার জীবনে ঐ সব ক্ষুধার্ত লোকদের খোঁজ করব, তাঁদের অনুসন্ধান করব আর আদর করে পরমাত্মার জ্ঞানরূপী রুটি তাদের খাওয়াব আর আত্মআনন্দ প্রাপ্ত করব। কারণ প্রয়োজনের বেশী জ্ঞান আমারও কোন দরকার নেই, তাই তা বণ্টনেই সার্থকতা।"
এই জ্ঞান যখন গুরুদেবের সান্নিধ্যে আমি পেলাম আর এক বৃক্ষ থেকে আমি পরমাত্মার জীবনচক্রের রহস্য জানলাম, তখন আমার কাছে তো ঐ বৃক্ষই পরমাত্মা হয়ে গেল। আমি এরকমই চিন্তা করছিলাম। গুরুদেব জিজ্ঞাসা করলেন,
"কি চিন্তা করছ? চিন্তা করো না, একে আত্মসাৎ কর।"একথা বলে তিনি এক পাতার উপরে কোন গাছ থেকে বেরোনো আঁঠা আমাকে খাওয়ার জন্য নিয়ে এসে দিলেন আর বললেন, "এটা খেয়ে নাও।" ওটা কি ছিল জানি না, আমি তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলাম, আমি তো তাঁর হাত থেকে বিষও খেতে রাজী ছিলাম। তাই দেওয়া জিনিসটা কি ছিল, তা জানা আমার কাছে মোটেই মহত্ত্বপূর্ণ ছিল না। ঐ আঁঠা একটু তিতা ছিল, কিন্তু আমি খেয়ে নিয়েছি। এটা দেখে গুরুদেবের চেহারার উপর যে সন্তুষ্টি দেখেছি তা দেখে ঐ তিতা আঁঠাও আমার কাছে মিষ্টি লেগেছে। সন্ধ্যা হতে যাচ্ছিল। আমরা দুজনে আস্তে আস্তে নিজেদের গুহার দিকে চলতে শুরু করলাম। আর সেখান পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে আমি সম্পূর্ণ ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম। ঐ আঁঠা খাওয়াতে আমার ক্ষুধা সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমি গিয়ে সোজা ঘুমিয়ে পড়লাম।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কালীর পুরুষরূপের পেছনে একাধিক যুক্তি। তিনি জগদকারণ প্রকৃতি, কাজেই পুরুষ নারী নির্বিশেষে জীব জড় নির্বিশেষে চেতন অচেতন নির্বিশেষে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁর অংশ, তাঁর থেকে উৎপন্ন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

রাজস্থানের কোটা-বুন্দিতে অনুমিত ১৫০৭ কোটি টাকা ব্যয়ে গ্রীণ ফিল্ড বিমানবন্দর নির্মাণে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন

নতুন দিল্লি ১৯ অগাস্ট ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার কমিটি আজ রাজস্থানের কোটা-বুন্দিতে একটি গ্রীন ফিল্ড বিমানবন্দর নির্মাণে ভারতীয় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ (এএআই)- এর প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে। এই বিমানবন্দর নির্মাণে অনুমিত ব্যয় ধরা হয়েছে ১৫০৭ কোটি টাকা।

চম্বল নদীর তীরে অবস্থিত কোটা রাজস্থানের শিল্প রাজধানী হিসেবে পরিচিত। এছাড়াও, কোটা ভারতের শিক্ষাগত কোচিং হাব হিসেবেও প্রসিদ্ধ।

রাজস্থান সরকার এই গ্রীন ফিল্ড বিমানবন্দর তৈরির জন্য ৪৪০.০৬ হেক্টর জমি এএআই-কে হস্তান্তরিত করেছে। এই বিমানবন্দরে A-321 শ্রেণীর বিমান ওঠা নামা করতে পারবে। এই প্রকল্পের অন্তর্গত একটি টার্মিনাল বিল্ডিং যা, ২০,০০০ বর্গ মিটার এলাকা জুড়ে গড়ে উঠবে। দিনের ব্যস্ত সময়ে ১,০০০ যাত্রী চলাচলে সক্ষম, অর্থাৎ বছরে ২০ লক্ষ যাত্রী চলাচল ক্ষমতা সম্পন্ন বলে ধরা হচ্ছে। সেইসঙ্গে রানওয়ে এবং A-321 শ্রেণীর ৭টি বিমান পার্কিং-এর সংস্থানও থাকবে। ২টি সংযুক্ত ট্যাক্সিওয়ে, এটিসি সহ কারিগরি ব্লক, অগ্নি নির্বাপন কেন্দ্র, গাড়ি পার্কিং সহ নানা সুযোগ সুবিধাও রাখা হবে।

শিক্ষা এবং শিল্প ক্ষেত্র হিসেবে কোটার জনপ্রিয়তার দিকে চোখ রাখলে পরিকাঠামোগতভাবে গ্রীন ফিল্ড এয়ারপোর্ট একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। এলাকায় আগামীদিনে যানবাহন সম্প্রসারণের কথা মাথায় রেখে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এখনকার কোটা বিমানবন্দর ভারতীয় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন। এতে দুটি রানওয়ে রয়েছে, যা DO-228 শ্রেণীর বিমান ওঠা নামার উপযুক্ত। এই বিমানবন্দরে এই শ্রেণীর দুটি বিমান রাখা যায়। টার্মিনাল বিল্ডিংটি এলাকা চারশো বর্গমিটার। দিনের ব্যস্ততম সময়ে তা ৫০ জন যাত্রী চলাচলে সক্ষম। বাণিজ্যিক লক্ষ্যপূরণে বর্তমান বিমানবন্দরটির আর সম্প্রসারণ সম্ভব নয়। কারণ, প্রয়োজনীয় জমি সেখানে নেই এবং এই বিমানবন্দরকে ঘিরে লোকালয় গড়ে উঠেছে।

বিকশিত ভারত রোজগার যোজনাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নিয়ে লেখা নিবন্ধ সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৯ অগাস্ট, ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নিয়ে লেখা একটি নিবন্ধ সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে – জাতীয় বিরল ধাতু মিশন, মিশন সুদর্শন চক্র, বিকশিত ভারত রোজগার যোজনা, ন্যাশনাল ডীপ ওয়াটার এক্সপ্লোরেশন সহ আরও বেশ কয়েকটি প্রকল্প, যেগুলি ভারতকে দ্রুততম বিকাশশীল আর্থিক দেশ হিসেবে গড়ে তোলার পথ প্রশস্ত করছে এবং বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে দেশকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী হরদীপ সিং পুরীর লেখা একটি নিবন্ধ নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী হরদীপ সিং পুরী জাতীয় বিরল ধাতু মিশন, মিশন সুদর্শন চক্র, বিকশিত ভারত রোজগার যোজনা, ন্যাশনাল ডীপ ওয়াটার এক্সপ্লোরেশন-এর মতো আরও বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের কথা তুলে ধরেছেন, যেগুলি ভারতকে দ্রুততম বিকাশশীল আর্থিক দেশ হিসেবে গড়ে তোলার পথ প্রশস্ত করছে এবং বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে দেশকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।"

চীন সফরে যাচ্ছেন মোদি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চীন সফর যাচ্ছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। চলতি আগস্ট মাসের শেষ দিকে এই সফর করবেন তিনি।

মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে বেইজিংয়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার সময় তার নিরাপত্তা প্রধান অজিত ডোভাল এ তথ্য জানান।

সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়, ৩১ আগস্ট তিয়ানজিনে সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার (সাংহাই কোঅপারেশন অরগানাইজেশন) শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবেন মোদি।

বেইজিংয়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ইয়ের সঙ্গে বৈঠকের শুরুতে জনসমক্ষে অজিত ডোভাল বলেন, ৩১ আগস্ট তিয়ানজিনে সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার শীর্ষ

সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন মোদি।

২০১৮ সালের পর এটি তার প্রথম চীন সফর।

একে কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'নতুন শক্তি' বলে উল্লেখ করেন অজিত ডোভাল।

ওয়াংয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে একজন অনুবাদক বলেন, চীন এসসিও শীর্ষ সম্মেলনে অংশ গ্রহণে মোদির সফরকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে।

ওয়াং আরও বলেন, "ইতিহাস ও বাস্তবতা আবারও প্রমাণ করে যে, একটি সুস্থ ও স্থিতিশীল চীন-ভারত সম্পর্ক আমাদের উভয় দেশের মৌলিক ও দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থের জন্য কাজ করে।"

এদিকে, মঙ্গলবার শেষ বেলায় মোদির সঙ্গে দেখা করার কথা রয়েছে চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াংয়ের ।

বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল এই দেশ দুটি দক্ষিণ এশিয়াজুড়ে প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী। ২০২০ সালে দেশ দুটি একটি মারাত্মক সীমান্ত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ও জাপানের সঙ্গে কোয়াড নিরাপত্তা জোটেরও অংশ। এই জোটকে চীনের প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখা হয়।

কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট বৈশ্বিক বাণিজ্য ও ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে আটকে ভারত ও চীনের সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের দিকে এগিয়ে গেছে।

সোমবার ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুব্রহ্মণ্যম জয়শঙ্করের সঙ্গে আলোচনার সময় ওয়াং ই বলেন, "দেশ দুটির পরস্পরকে হুমকির পরিবর্তে অংশীদার ও সুযোগ হিসেবে দেখা উচিত।"

কলকাতাতেই সেনার উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পাকিস্তান নিয়ে ভারতের উদ্বেগ বরাবরের। সীমান্তে সন্ত্রাস চালানোর অভিযোগে পড়শি দেশকে বারংবার ব্যাকফুটেও ফেলেছে নয়াদিল্লি। কিন্তু কালের 'বেনিয়মে' যেন উদ্বেগের তালিকায় এখন জুড়ে গিয়েছে বাংলাদেশও। যা ভাবাচ্ছে দেশের নিরাপত্তারক্ষীদের। ভাবিয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেও। বাংলাদেশে শাসক পরিবর্তন। মায়ানমারে সেনাশাসন। সব মিলিয়ে বাংলা-সহ উত্তর-পূর্বের বেশ কিছু অঞ্চল অনুপ্রবেশকারীদের কাছে হয়ে উঠেছে ট্রানজিট রুট। আর মাথার উপরেই রয়েছে চিন। বেজিংয়ের সঙ্গে সম্পর্কের রসায়ন অনেকটা বদলালেও, অরুণাচল প্রদেশের থেকে যে তাদের নজর ঘোরানো গিয়েছে, এমনটা নয়। সুতরাং, সীমান্তকে আরও মজবুত করাই এখন লক্ষ্য নয়াদিল্লির। আর সেই উদ্দেশ্য সাধনেই সরাসরি সেনা

কমান্ডরদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চলেছেন মোদী।সমস্যা যখন রয়েছে সমাধান সূত্রও খোঁজা প্রয়োজন। আর সেই কথা মাথায় রেখেই কলকাতায় আসতে চলেছেন মোদী। দেশের পূর্বাঞ্চলের সীমান্ত নিয়ে সেনার উচ্চপদস্থ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন তিনি। সূত্রের খবর, আগামী মাসের তৃতীয় সপ্তাহেই এই বৈঠকের আয়োজন হতে চলেছে। যেখানে প্রধানমন্ত্রীর মোদীর সঙ্গে আলোচনায় বসতে চলেছেন পূর্বাঞ্চলের সেনা কমান্ডরা। থাকবেন সেনার অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্তারাও। তবে এই বৈঠক নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানায়নি নয়াদিল্লি।

স্বাভাবিক ভাবে সেনা বৈঠক মানে তা আয়োজিত হয়ে থাকে নয়াদিল্লিতে। আর সেই বৈঠক যখন উচ্চ পর্যায়ের, তখন তো রাজধানী ছাড়া কোনও কথাই নেই। তা হলে এবার কী হল? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দেশের সর্ববৃহৎ কমান্ড এই পূর্বাঞ্চল বা ইস্টার্ন জোন। যার মধ্যে চিকেনস নেক-সহ রয়েছে দীর্ঘ বাংলাদেশ সীমান্ত। চিনের সঙ্গে রয়েছে দীর্ঘ সীমানা। সুতরাং, এই এলাকা যে দেশের অন্যান্য জায়গার তুলনায় একটু বেশিই সংবেদনশীল তা নিয়ে কোনও সন্দেহই নেই। সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতায় আয়োজিত সম্ভাব্য বৈঠকে সেনাকর্তাদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। সীমান্তে নিরাপত্তা কতটা, আর কতটা প্রয়োজন? কী কী আর্টিলারি মোতায়েন করা প্রয়োজন? সব নিয়েই আলোচনা হবে এই বৈঠকে।

(১ম পাতার পর)

বনগাঁর পঞ্চায়েত কর্মী বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী

বিজেপির অভিযোগ, সাহিদ বাংলাদেশ থেকে এসে সাবানাকে বিয়ে করেন। সাবানার বাবা ওহিদুলকে বাবা বানিয়ে ভোটার কার্ডও তৈরি করে ফেলেন।

বনগাঁর বিডিও-র কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বাগদার বিজেপি মণ্ডল সভাপতি সুমন মণ্ডল। তিনি বলেন, "শ্বশুরকে বাবা বানিয়ে সাহিদ বর্কমানে সুন্দরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঠিকাকর্মী হিসাবে কাজও করছেন। আসলে সাহিদের বাবা বাংলাদেশের বাসিন্দা। তিনি এদেশে এসেছেন, সবে ৩-৪ বছর হয়েছে। এর মধ্যেই ভোটার লিস্টে নাম তুলেছে, ভোটার কার্ড হয়ে গিয়েছে, বাংলাদেশের কোভিড কার্ড আমাদের কাছে আছে (এটি সংবাদমাধ্যমের সামনেও দেখান তিনি)। এটাই প্রমাণ দেয় সাহিদ বাংলাদেশি।"

সিনেমার খবর

যে ঘটনায় রানি ও ঐশ্বরিয়ার বন্ধুত্ব ভেঙে চুরমার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ক্যামেরার সামনে হাসিমুখে পোজ। আর পেছন ফিরেই পরস্পরের নিন্দা করা। সিনেমা দুনিয়ায় এটা নাকি স্বাভাবিক। তেমনটা অবশ্য ছিল না বলিউডের দুই প্রথম সারির নায়িকার। রানি মুখার্জি ও ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চনের বন্ধুত্ব ছিল নজরকাড়া। রানি একসময় বলেছিলেন, আমরা চিরদিন বন্ধু থাকব। কেউ কেউ বলতেন, তারা বেস্ট ফ্রেন্ড ফরএভার। কিন্তু রানি-ঐশ্বরিয়ার বন্ধুত্বেও ফাটল ধরে।

কিন্তু, তাদের বন্ধুত্বে কেন ফাটল ধরল? তাদের বন্ধুত্বে বিচ্ছেদে নাম জড়াল কিং খানের। রানি-ঐশ্বরিয়ার বন্ধুত্ব নষ্ট হওয়ায় শাহরুখ খানের ভূমিকা কী?

ঐশ্বরিয়ার সঙ্গে রানির বন্ধুত্ব নিয়ে বলিপাড়ায় তখন যথারীতি আলোচনা হয়। সেইসময় 'জিনা ইসি কা নাম হ্যায়' নামে একটি শোতে গিয়েছিলেন ঐশ্বরিয়া। ওই শোতে ঐশ্বরিয়াকে একটি ভিডিয়ো বার্তা পাঠিয়েছিলেন রানি।

সেখানে তিনি বলেছিলেন, তুমি জানো, আমি তোমায় ভালোবাসি। তুমি জানো, আমি অসুস্থ। তাই এই শোতে আসতে পারিনি। আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমার মনে হয়, এটা বলার দরকার নেই। প্রত্যেকের জন্য টিভিতে এটা আমাকে বলতে হত। আমি শুধু একটা কথাই বলতে চাই, আমরা চিরদিন বন্ধু থাকব।

এরকম যাদের বন্ধুত্ব, তাদের বন্ধুত্বে ফাটল ধরল কী করে? কয়েক বছর পর করণ জোহরের 'কফি উইথ করণ' শোতে সে কথা জানিয়েছিলেন রানি। করিনা কাপুরের সঙ্গে ওই শোতে রানি এসেছিলেন। সেখানে ঐশ্বরিয়ার সঙ্গে তার মনোমালিন্যের কারণ জানতে চান করণ। রানি প্রথমে বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলতে চাননি। বলেন, তুমি তো এর কারণ জানো। তখন করণ বলেন, আমি কিছু জানি না। চলতে চলতে আমাকে বলে যাও কী হয়েছিল। করণের এই কথা শুনে রানি ও করিনা হেসে ওঠেন।

আসলে রানি-ঐশ্বরিয়ার মধ্যে মনোমালিন্যের কারণ 'চলতে চলতে' সিনেমা। যে সিনেমায় নায়কের ভূমিকায় ছিলেন শাহরুখ। আর নায়িকা ছিলেন ঐশ্বরিয়া। বেশ কিছু দৃশ্যের শুটিংও হয়ে গিয়েছিল। সে সময় সলমান খানের সঙ্গে প্রেম করছিলেন ঐশ্বরিয়া। তবে তাদের সম্পর্ক তখন ক্রমশ খারাপের দিকে।

অনেকে বলেন, চলতে চলতে সিনেমার শুটিংয়ে চলে আসতেন সলমান। ঐশ্বরিয়ার সঙ্গে বাদানুবাদ চলত। এতে শুটিংয়ে সমস্যা হচ্ছিল। এরপরই প্রযোজকরা ওই সিনেমা থেকে ঐশ্বরিয়াকে বাদ দেন। তার জায়গায় রানি মুখার্জিকে নেন প্রযোজকরা। ঘটনাচক্রে এই সিনেমার অন্যতম প্রোডিউসার ছিলেন শাহরুখও।

রানি তার ঐশ্বরিয়ার বেস্ট ফ্রেন্ড। সেই বন্ধু তার জায়গায় চলতে চলতে সিনেমায় অভিনয় করছেন, এটা মেনে নিতে কষ্ট হয়েছিল ঐশ্বরিয়ার। এই দূরত্ব বাড়ে দুই অভিনেত্রীর। শাহরুখও পরে এক ইন্টারভিউয়ে ঐশ্বরিয়ার কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন, এই সিনেমায় তিনি একমাত্র প্রোডিউসার ছিলেন না। কারণ যাই হোক, এই একটা সিনেমা বলিউডের দুই বেস্ট ফ্রেন্ডের মধ্যে দেয়াল তুলে দিয়েছিল। ২২ বছর আগের সেই দেয়াল চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছে কিনা, তা অবশ্য জানা যায়নি।

সত্যিই কি 'সাইয়ারা' ছবির গল্পের শেষটা চ্যাটজিপিটি দিয়ে লেখা?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডে এখন আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে প্রেমের ছবি 'সাইয়ারা'। যদিও ছবিতে নেই কোনো বড় তারকা; তবুও ভারতের সিনেমাপ্রেমীদের মুখে মুখে 'সাইয়ারা'।

সিনেমাটির মাধ্যমে ইন্ডাস্ট্রিতে রাতারাতি একটি সিনেমার সফলতার সাক্ষী থাকল দর্শক। এক লাফে ৩০০ কোটির ক্লাবে জায়গা করে নিয়েছে 'সাইয়ারা'। বলিউডে পা রাখা নবাগত আহান পাণ্ডে ও অনীত পাড্ডাকে নিয়ে মোহিত সুরি পরিচালিত এই রোম্যান্টিক ছবিটি দর্শকদের মন ছুঁয়ে গেছে। তবে সিনেমাটির ক্লাইম্যাক্স নিয়ে চলছে এখন জোর চর্চা। বলা হচ্ছে, সিনেমাটির ক্লাইম্যাক্স লিখতে গিয়ে নাকি চ্যাটজিপিটির সাহায্য নিয়েছিলেন চিত্রনাট্যকাররা।

সম্প্রতি চলচ্চিত্র বিশ্লেষক কমল নাহতাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে 'সাইয়ারা' ছবির লেখক সংকল্প সদানাহ এবং রোহন শঙ্কর মজার ছলেই জানালেন এসব কথা।

সংকল্প বলেন, ছবির পুরো গল্প লিখে ফেললেও আমরা ক্লাইম্যাক্সটা নিয়ে হিমশিম খাচ্ছিলাম। কীভাবে গল্প শেষ হবে, বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তখন আমার সহকারী চেতন নাইডু মজা করেই চ্যাটজিপিটিকে জিজ্ঞাসা করেন- 'মোহিত সুরি হলে কীভাবে এমন ছবি শেষ করতেন?' চ্যাটজিপিটি জানিয়ে দেয়, 'নায়ক ও নায়িকা দুজনেরই মৃত্যু হওয়া উচিত!

এই ঘটনাকে নিছক মজা হিসেবে নিলেও মোহিত সুরিও তখন ভাবছিলেন ট্র্যাজেডির দিকেই গল্প আগাবে। কারণ ছবির নায়িকার শারীরিক অবস্থাও সেই দিকেই ইঙ্গিত দিচ্ছিল। কিন্তু শেষমেশ একদিন ট্র্যাফিকে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎই সংকল্পের মাথায় আসে সিনেমার সেই 'হ্যাপি এন্ডিং'। আর সেই ভাবনাই পরে রূপ নেয় বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় প্রেমের ক্লাইম্যাক্সে।

সাইফ আলীর ১৫ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি নিয়ে আদালতের স্থগিতাদেশ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেতা সাইফ আলী খান ও তার পরিবারের ১৫ হাজার কোটি টাকার নবাব সম্পত্তি নিয়ে কম ভোগান্তি পোহায়নি। এবার ভোপালের নবাব হামিদুল্লাহ খানের ২৫ বছর পুরোনো সম্পত্তি বিরোধ এই মামলায় তাদের জন্য বেশস্বস্তির খবর এসেছে।

১৫ হাজার কোটি টাকার এই বিশাল সম্পত্তি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আইনি লড়াই চলছে। তবে ২০২৫ সালের ৮ আগস্ট সুপ্রিম কোর্ট মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের দেয়া আদেশ স্থগিত করেছে। গত জুলাই মাসে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট এক গুরুত্বপূর্ণ রায়ে নিম্ন আদালতের আদেশ বাতিল করে। সেই নিম্ন আদালতের রায়ে সাইফ আলী খান, তার দুই বোন সোহা আলি খান ও সাবা সুলতান, এবং তাদের মা শর্মিলা ঠাকুরকে নবাব হামিদুল্লাহ খানের বৈধ উত্তরাধিকারী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল। হাইকোর্ট সেই রায় ফিরিয়ে দিয়ে মামলাটি নতুন করে শুনানির জন্য নিম্ন আদালতে পাঠানোর নির্দেশ দেয়।

গতকাল শুক্রবার বিচারপতি পি.এস. নারসিমহা ও অতুল চন্দুরকর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ ওমর ফারুক আলি ও রাশিদ আলির করা এক আবেদন শুনানি করে। তারা নবাব হামিদুল্লাহ খানের বড় ভাইয়ের বংশধর। এই আবেদনেই হাইকোর্টের ৩০ জুনের আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্ট স্থগিতাদেশ জারি করে।

ঘটনার সূত্র পাত ২০০০ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি। ঐ দিন ট্রায়াল কোর্টের রায়ে নবাবের মেয়ে সজিদা সুলতান, তার প্রয়াত ছেলে মনসুর আলি খান (সাইফ আলি খানের বাবা), এবং তার উত্তরাধিকারী সাইফ আলী খান, সোহা, সাবা ও শর্মিলা ঠাকুর নবাবের সম্পত্তির একমাত্র দাবিদার হিসেবে ঘোষিত হন। তবে পরে হাইকোর্ট সেই রায় বাতিল করে দেয়। আর এরপর থেকেই নিজেদের সম্পত্তি নিয়ে লড়াই করে নবাব পরিবার।

মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট গত মাসে সাইফ আলী খানের দীর্ঘদিনের আবেদনও খারিজ করে দেয়। সেই আবেদনে তিনি সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছিলেন, যেখানে সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় যে ভোপালের এই সম্পত্তি 'শত্রু সম্পত্তি' হিসেবে গণ্য হবে। আদালত তখন নিম্ন আদালতকে নির্দেশ দেয় এক বছরের মধ্যে মামলার শুনানি শেষ করতে। সুপ্রিম কোর্টের এই স্থগিতাদেশের ফলে আপাতত সাইফ আলী খান ও তার পরিবার সম্পত্তি নিয়ে আরও সময় পেলেন, তবে মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি এখনও অনিশ্চিত রয়ে গেছে।

ফরাসি গোলরক্ষক শেভালিয়ারকে দলে ভেড়ালো পিএসজি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

লিলের ফরাসি গোলরক্ষ লুকাস শেভালিয়ারকে চার কোটি ইউরোতে দলে নিয়েছে পিএসজি। ফরাসি গোলকিপারের সঙ্গে পাঁচ বছরের চুক্তি করেছে লিগ ওয়ানের চ্যাম্পিয়নরা।

ইএসপিএন'এর সূত্রে জানা যায়, চুক্তির শর্তানুযায়ী আরও দেড় কোটি ইউরো সম্ভাব্য বোনাস যোগ হতে পারে।

ক্লাবের ওয়েবসাইটে প্রেসিডেন্ট নাসের আল-খেলাইফি এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ২৩ বছর বয়সী এই গোলরক্ষকের সাথে ২০৩০ সাল পর্যন্ত চুক্তি হয়েছে পিএসজির।

শেভালিয়ার এ সম্পর্কে বলেছেন, 'আমার স্বপ্ন সত্যি হয়েছে।'

ফ্রান্সের বেশ কিছু বয়সভিত্তিক দলে সুযোগ পেলেও এখনো জাতীয় দলে অভিষেক হয়নি শেভালিয়ারের।

শেভালিয়ারকে পিএসজির নতুন নাম্বার ওয়ান হিসেবে তাকে মাঠে দেখা যাবে। এর অর্থ হচ্ছে গত মৌসুমে পিএসজির ইতিহাস সৃষ্টিকারী দলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা জিয়ানলুইজি দোন্নারুমা মূল দলে জায়গা হারাচ্ছেন।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ১৬'তে খেলা লিলি দলের সদস্য ছিলেন শেভালিয়ার। বিশেষ করে গত মৌসুমে রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে ঘরের মাঠে ১-০ ও এ্যাওয়ে ম্যাচে এ্যাথলেটিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে ৩-১ গোলের জয়ের ম্যাচটিতে তিনি অনবদ্য ভূমিকা রেখেছেন।

পিএসজি গত মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, লিগ ওয়ান ও ফ্রেঞ্চ কাপের শিরোপা জয় করেছে। এই শিরোপা জয়ে ইতালিয়ান গোলরক্ষক গিয়ানলুইগি ডোনারুমা দলকে সহযোগিতা করেছেন। ডোনারুমার সাথে দলে ব্যাক-আপ গোলরক্ষক হিসেবে ছিলেন রাশিয়ান মাতভে সাফোনোভ ও স্প্যানিয়ার্ড আরনাও টেনাস। এই দুজন অবশ্য এখনো পিএসজেিত রয়েছেন।

এবারের গ্রীষ্মে দ্বিতীয় গোলরক্ষক হিসেবে শেভালিয়ারকে দলে নিল পিএসজি। এর আগে ইতালিয়ান-ব্রাজিলিয়ান টিনএজার রেনাটো মারিনকে দলে ভিড়িয়েছে প্যারিসের জায়ান্টরা।

এদিকে ক্লাবের একটি ঘনিষ্ট সূত্রমতে জানা গেছে পিএসজির স্পোর্টিং ডিরেক্টর লুইস ক্যাম্পোস জানিয়েছেন এক নম্বর গোলরক্ষক হিসেবেই ক্লাবে যোগ দিয়েছেন শেভালিয়ার।

আগামী বুধবার ইতালিতে ইউরোপীয়ান সুপার কাপে পিএসজি টটেনহ্যামের মোকাবেলা করবে। তার আগেই শেভালিয়ারের ফ্রান্সে আসার প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

গার্দিওলার দলে আবারও ইনজুরি ধাক্কা

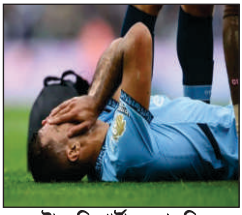

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মৌসুম শুরুর আগেই বড় ধাক্কা খেল ম্যানচেস্টার সিটি। কোচ পেপ গার্দিওলা নিশ্চিত করেছেন, প্রিমিয়ার লিগের শুরুর ম্যাচগুলোতে দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মিডফিল্ডার রদ্রিকে পাওয়া যাবে না। ক্লাব বিশ্বকাপে চোট পাওয়ার পর থেকে এখনো সেরে ওঠার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

২০২৪-২৫ মৌসুমের শুরুতেই হাঁটুর গুরুতর ইনজুরিতে পড়ে প্রায় পুরো মৌসুম মাঠের বাইরে ছিলেন রদ্রি। মৌসুমের একেবারে শেষ দিকে মাত্র সাত মিনিটের জন্য তাঁকে দেখা গিয়েছিল মাঠে। এরপর ক্লাব বিশ্বকাপে চারটি ম্যাচ খেলে নিজের ক্লাসিক পারফরম্যান্সে জয় করেছিলেন সবার প্রশংসা, ব্যালন ডি'অরজয়ী এই মিডফিল্ডার হতাশাজনক মৌসুমের পর গার্দিওলার দলকে দিয়েছিলেন স্বস্তির নিশ্বাস।

কিন্তু দুর্ভাগ্য যেন তাকে পিছু ছাড়ছে না। আল হিলালের বিপক্ষে শেষ ষোলোয় বেঞ্চ থেকে নেমে অতিরিক্ত সময়ে খেলতে গিয়ে কুঁচকিতে চোট পান, ফলে আবারও মাঠ ছাড়তে হয় তাকে।

সিটি কোচ গার্দিওলা বলেছেন, 'রদ্রির অবস্থা আগের চেয়ে ভালো, কিন্তু আল হিলালের বিপক্ষে সর্বশেষ ম্যাচে বড় চোট পেয়েছিল। গত কয়েক দিন সে ভালোভাবে অনুশীলন করছে। আশা করি (সেপ্টেম্বরের) আন্তর্জাতিক বিরতির পর পুরো ফিট হয়ে যাবে।'

তবে রদ্রিকে নিয়ে কোনো ঝুঁকি নিতে চান না সিটি কোচ, 'আশা করছি, বিরতির আগে কিছু ম্যাচে কয়েক মিনিট খেলতে পারবে। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, তার ব্যথা যেন না থাকে—কারণ আমরা চাই না রদ্রি চোট নিয়ে আবার মাঠে ফিরুক। আমরা সেটা এড়াতে চাই।'

সিটির জন্য সান্ত্বনা হলো, আন্তর্জাতিক বিরতির আগে প্রিমিয়ার লিগে সিটিকে মাত্র তিনটি ম্যাচ খেলতে হবে। মৌসুম শুরু হবে উলভসের মাঠে, এরপর ঘরে টটেনহামের বিপক্ষে কঠিন পরীক্ষা। বিরতির আগে শেষ ম্যাচ ব্রাইটনের মাঠে।

ইতিহাসে প্রথম কমিউনিটি শিল্ড জিতলো ক্রিস্টাল প্যালেস

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কমিউনিটি শিল্ডের শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে নাটকীয় জয় তুলে নিয়ে ইতিহাস গড়েছে ক্রিস্টাল প্যালেস। প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন লিভারপুলকে পেনাল্টি শুটআউটে ৩-২ গোলে হারিয়ে নিজেদের ইতিহাসে প্রথমবার এই শিরোপা জিতেছে এফএ কাপ চ্যাম্পিয়নরা। নির্ধারিত সময়ে ২-২ গোলে সমতা থাকায় ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে, যেখানে বাজিমাত করে প্যালেস।

ম্যাচের শুরুতেই সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত লিভারপুল তারকা দিয়োগো জোতা ও তার ভাই আন্দ্রেকে স্মরণ করা হয়। এরপর ওয়েম্বলিতে আক্রমণাত্মক ফুটবল শুরু করে লিভারপুল। ম্যাচের চতুর্থ মিনিটেই নতুন তারকাদের দারুণ বোঝাপড়ায় এগিয়ে যায় তারা। ফ্লোরিয়ান ভির্টৎসের সহায়তায় গোল করেন ২৩ বছর বয়সী ফরাসি ফরোয়ার্ড উগো একিতিকে।

পিছিয়ে পড়েও হাল ছাড়েনি ক্রিস্টাল প্যালেস। ১৫ মিনিটের মাথায় ভার্জিল ফন ডাইকের ফাউলে পেনাল্টি পায় তারা। সফল স্পট কিকে গোল করে দলকে সমতায় ফেরান জঁা-ফিলিপ মাতেতা। তবে এই গোলের রেশ কাটতে না কাটতেই আবারও লিভারপুলকে এগিয়ে দেন আরেক নতুন রিক্রুট জেরেমি ফ্রিমপং। দমিনিক সোবোসলাইয়ের লম্বা পাসে বল পেয়ে বুদ্ধিদীপ্ত ফিনিশিংয়ে গোল করেন এই ডাচ রাইটব্যাক। প্রথমার্ধে ২-১ গোলে এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় আর্নে স্লটের দল।

দ্বিতীয়ার্ধেও লিভারপুলই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখে, তবে এক পর্যায়ে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে ক্রিস্টাল প্যালেস। ম্যাচের ৭৭ মিনিটে ইসমাইলা সার গোল করে ম্যাচে ২-২ গোলের সমতা ফিরিয়ে আনেন। এরপর দুই দলই চেষ্টা করেও আর গোল করতে না পারায় ম্যাচ সরাসরি টাইব্রেকারে চলে যায়।

পেনাল্টি শুটআউটে লিভারপুলের মোহাম্মদ সালাহ, আলেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার এবং হার্ভি এলিয়টের শট রুখে দিয়ে প্যালেসকে ঐতিহাসিক জয় এনে দেন গোলরক্ষক ডিন হেন্ডারসন। অন্যদিকে, লিভারপুলের নতুন তারকারা গোলের দেখা পেলেও শেষ হাসি হাসতে পারেনি দলটি।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR